সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান

ঢাকা, রবিবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১০: ***'জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা'*** শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর উদ্যোগে রাজধানীর মহাখালীস্থ ব্র্যাক সেন্টার ইন্ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন। আরো অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, সাবেক সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মন্ডল, বেসরকারি সংস্থা ব্রতি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন মুরশিদ, জনাব হাফিজ আহমেদ মজুমদার এমপি, বেসরকারি সংস্থা সুজন এর সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, বেসরকারি সংস্থা ডেমোক্রেসিওয়াচ এর নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান প্রমূখ। টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম. হাফিজউদ্দিন খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান ।

অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ তার বক্তব্যে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো মেম্বারশীপ নির্ভর নয়, ফলে স্থানীয় কনসালটেশন সঠিকভাবে হয় না। নির্বাচনে অর্থ ও শক্তির প্রভাব থাকে, সেখান থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের অসঙ্গতির বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে পার্টির বাইরে গিয়ে জনগণের কথা ভাবতে হবে। আমাদের দেশে পার্টি গুলোতে সৎ ও যোগ্য লোককে মনোনয়ন দেওয়ার প্রবণতা কম এবং বড় দলগুলো গণতন্ত্রের চর্চা কম করছে, যা দল বা জনগণ কারোর জন্যই সুফল বয়ে আনবে না।

ব্রতি'র নির্বাহী পরিচালক শারমিন মুরশিদ তার বক্তবে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে জবাবদিহিমূলক হতে হবে, আমরা সবসময় রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ স্বার্থের কাছে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। ডেমোক্রেসিওয়াচ এর নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান তার বক্তব্যে বলেন, স্থানীয় সরকার থাকা সত্ত্বেও এমপি'রা এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্র না থাকলে তৃণমূলের মতামতের কোন প্রতিফলনই ঘটবে না। সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, আমাদের বাস্তবতা হলো মার্কা দেখে ভোট দেওয়া এবং নির্বাচনে অর্থের প্রভাব। গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে হলে কিছু প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করতে হবে। এর মধ্যে প্রধানতম প্রতিষ্ঠান হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া উচিত এবং সরকারে গেলে সেই আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। তিনি নাগরিক সমাজকে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

হাফিজ আহমেদ মজুমদার এমপি তার বক্তব্যে বলেন, গণতন্ত্রকে একদিনে বাস্তবায়ন করা যাবে না, এর সাথে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক বিষয় জড়িত। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয়ভাবে দলগুলো মনোনয়ন দিলেও তৃণমূলেরও সেক্ষেত্রে ভূমিকা আছে, তবে পদ্ধতিগতভাবে তা ততটা কার্যকর নয়। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন এখন অনেক কার্যকর তবে এ প্রতিষ্ঠানটিকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের কাঠামো যেভাবে গড়ে ওঠার কথা সেভাবে গড়ে ওঠেনি। নানা সমস্যার মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে কাজ করতে হচ্ছে এবং একে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরী করতে অনেক ক্ষেত্রেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। ভারতের নির্বাচন কমিশনের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, তাদের কোন আইন তৈরীর ক্ষমতা নেই, সেদিক দিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন অনেক এগিয়ে আছে। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের দৃঢ়তার কারনে ২০০৮ এ একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছিল। হলফনামার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ওখানে আমাদের কিছু ভুল বোঝাবুঝি ছিল। তিনি বলেন, আদালত যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রার্থীর ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন কোন ধরণের পদক্ষেপ নিতে পারে না। তিনি একটি শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আরো সহযোগিতা কামনা করেন।

সংশোধিত নির্বাচনী আইন ২০০৮ এ জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চর্চার বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রার্থী মনোনয়নে সহায়ক বিধান রয়েছে। একইসাথে দেশের প্রায় সব বৃহৎ রাজনৈতিক দলের গঠণতন্ত্রেও অনুরূপ অঙ্গীকার রয়েছে, বাস্তবে এর প্রয়োগের চিত্র ও এক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে করণীয় নিরূপণের লক্ষ্যে টিআইবি ***'জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা'*** শীর্ষক এক কার্যপত্র প্রণয়নের জন্য এপ্রিল- মে ২০১০ সারা দেশের সাতটি বিভাগের মোট আটটি জেলা এবং একটি উপজেলায় কর্মশালার আয়োজন করে। প্রত্যেক কর্মশালায় গড়ে ৭০ জন অংশগ্রহণকারী তাদের মতামত তুলে ধরেন এবং তাদের মধ্যে নারী ও পুরুষের হার ছিল যথাক্রমে ২১% ও ৭৯%। সকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সক্রিয় রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন ৩৭%। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পরিচালিত জরিপ, বিষয়ভিত্তিক দলীয় আলোচনা ও মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশের মতে, সর্বশেষ সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হতে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া ছিল মূলত কেন্দ্র নির্ভর।

টিআইবি'র গবেষণায় দেখা যায় যদিও নির্বাচনী মনোনয়নে স্থানীয় অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশার প্রতিফলন গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে ধারণা করা হয় তথাপি, উন্নত বিশ্ব, বিশেষ করে শতশত বৎসরের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ দেশ ছাড়া উন্নয়নশীল দেশ সমূহে এক্ষেত্রে আইনী, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহেও বিষয়টির চর্চা বাংলাদেশের তুলনায় খুব বেশী অগ্রসর নয়। বরং নির্বাচনী আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বিষয়টির প্রতিফলন এবং রাজনৈতিক দলের গঠণতন্ত্র অনুযায়ী রাজনৈতিক অঙ্গীকারের মাপকাঠিতে বাংলাদেশের অবস্থান ইতিবাচক, যদিও আরো অনেক অগ্রগতির সুযোগ এবং স্থানীয় পর্যায়ে এক্ষেত্রে চাহিদা রয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মতে, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ তার প্রার্থী মনোনয়নে নির্বাচন কমিশন আইনের বাধ্যবাধকতা ও গঠণতন্ত্র অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সুপারিশ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ আওয়মীলীগ তাদের জেলা, উপজেলা/থানা এবং ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড কার্যনির্বাহী সংসদের কাছ থেকে আসনভিত্তিক মনোনয়ন প্রার্থীদের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা যাচাই করে তিনজনের একটি প্যানেল দলের সংসদীয় বোর্ডের কাছে পাঠানোর জন্য আহ্বান করে। বেশ কিছু আসনে এই তৃণমূলের পাঠানো প্যানেল থেকে প্রার্থী মনোনীত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মনোনয়নে তৃণমূল পর্যায়ের মতামতের প্রতিফলন দেখা যায়নি। কয়েকটি আসনে তৃণমূল হতে কোনও প্যানেলের সুপারিশ সংগ্রহ হয়নি বলে জানা যায়।

অন্যদিকে বিএনপি'র পক্ষ থেকে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্থায়ী কমিটির সদস্যদের নেতৃত্বে সাতটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়। এই টিমগুলো স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের দলীয় ফোরাম ও অঙ্গ-সংগঠন এবং তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে একটি সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা তৈরী করে। পরবর্তীতে সংসদীয় বোর্ডে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মনোনয়ন তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মনোনয়নে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মতামতের প্রতিফলন দেখা যায়নি। স্থানীয় নেতাকর্মীদের ভোট বা মতামতের ভিত্তিতে সম্ভাব্য প্রার্থীদের প্যানেল তৈরীর নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা এক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়।

জরিপে দেখা যায়, সর্বশেষ সংসদ নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থী মনোনয়নে যারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তাদের মতে যেসব গুনাবলী মনোনয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে রয়েছে যোগ্য প্রার্থী, স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, সৎ ও শিক্ষিত এবং নির্বাচনী এলাকার স্থায়ী অধিবাসী। অন্যদিকে, যাদের মতে মনোনয়ন গ্রহণযোগ্য হয়নি তাদের মতে স্থানীয় মতামত উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত, পারিবারিক ভাবমূর্তি ও ঐতিহ্য, অর্থের প্রভাব এবং শক্তিশালী সর্মথক বাহিনী ইত্যাদি বিষয় মনোনয়নে প্রাধান্য পায়। অংশগ্রহণকারীদের মতানুসারে, পরিবারতন্ত্র বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রেও এর ধারাবাহিকতা উল্লেখযোগ্য হারে বিদ্যমান।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা যে সকল বিষয়ে মতামত তুলে ধরেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় তৃণমূলের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, দলীয় অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে, দলগুলোর ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, নির্বাচনী আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে গণপ্রতিনিধিত্ব আইন ২০০৯ এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো গঠণতন্ত্র ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট নিয়মকানুনের যেসব আইনী সংস্কার করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দলগুলো স্থানীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে তার দিক-নির্দেশনা দিতে হবে। এছাড়াও নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর কার্যকর যাচাই-বাছাই, নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থী সম্পর্কিত আট তথ্য প্রকাশ, এবং নির্বাচনী আইন ভঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অর্থের প্রভাব দূর করতে নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মতামত প্রদান করা হয়।

গণমাধ্যম যোগাযোগ:

রিজওয়ান-উল-আলম
পরিচালক
আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন বিভাগ
যোগাযোগ: ০১৭১৩০৬৫০১২
rezwan@ti-bangladesh.org